গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ০৭ ডিসেম্বর, ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৯ম সভার কার্যবিবরণী।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৯ম সভা ০৭ ডিসেম্বর, ২০০৮ তারিখ সকাল ১০.০০ টায় সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোসলেহ্ উদ্দিন এর সভাপতিত্বে তাঁর অফিস সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্য/কর্মকর্তাগনের তালিকা পরিশিষ্ট - 'ক' এ দেখান হলো।

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার আলোচ্য বিষয় সমূহ উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক ও বোর্ডের সদস্য-সচিব জনাব এ, কে, এম, আজিজুল হক - কে অনুরোধ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে মহাপরিচালক সভার কার্যপত্র অনুযায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্য বিষয় ০১ঃ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ০৩-০৭-২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৮ম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণঃ

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ০৩-০৭-২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৮ম সভার কার্যবিবরণী বোর্ডের সম্মানিত সকল সদস্যদের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণী সম্পর্কে সম্মানিত সদস্যদের নিকট হতে কোনরূপ সংশোধনী প্রস্তাব/মন্তব্য না পাওয়ায় কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত (Confirm) করা হয়।

আলোচ্য বিষয় ০২ঃ বিগত ০৩-০৭-২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের ৮ম সভার সিদ্ধান্তবলীর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ঃ

গত ০৩ জুলাই, ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৮ম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তাবলীর বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিশদভাবে পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা কালে বাস্তবায়িত বিষয়সমূহ ব্যতীত নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোতে আলোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

(ক) সিলেট ও খুলনা বিভাগীয় সদরে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিসে যাতায়াতের জন্য ষ্টাফ বাস চালুকরণ ও ভাড়াকরণ প্রসঙ্গে ঃ

খুলনা ও সিলেট বিভাগে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিসে যাতায়াতের জন্য পিপিআর অনুযায়ী বাস ভাড়া করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তদনুযায়ী বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট দরপত্র আহবান করে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি বলে সভায় অবহিত করা হয়। অপরদিকে খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ে দরপত্র আহবানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে বলে জানানো হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ পিপিআর অনুযায়ী পুনঃরায় দরপত্র আহবানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনা/সিলেট।

CamScanner

(খ) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের দিলকুশাস্থ নিজস্ব জায়গায় ৩০তলা বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের ফিজিবিলিটি ষ্টাডি প্রসঙ্গে।

ফিজিবিলিটি ষ্টাডির অনুমোদনের জন্য প্রধান উপদেষ্টা বরাবরে সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়েছিল। ভবন নির্মাণের ব্যয় ভার কিভাবে/কোন্ উৎস হতে নির্বাহ করা হবে তা স্পষ্টিকরণ পূর্বক পুনঃরায় সার-সংক্ষেপ প্রেরণের জন্য প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর থেকে নির্দেশ প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ০৭-১০-২০০৮ তারিখে ভবন নির্মাণের ব্যয়ের উৎস স্পষ্টিকরণ সংক্রান্ত বিষয়ে ষ্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক সর্বশেষ নীতিমালা অনুযায়ী প্রণীত প্রাকযোগ্যতা নির্ধারণের নমুনা (A set of tender documents) সংগ্রহের জন্য ১৯-১০-২০০৮ তারিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বরাবরে পত্র দেয়া হয়েছে। মন্ত্রণালয় থেকে কোন জবাব পাওয়া যায়নি তবে ব্যক্তিগতভাবে A set of tender documents সংগ্রহ করা হয়েছে। ভবন নির্মানের অর্থের উৎস এবং উহার কৌশল নির্ধারণের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার পর গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় প্রণীত ০২ মার্চ, ২০০৮ তারিখের গেজেট বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অবকাঠামো উন্নয়ন (ফ্লাট বাড়ী নির্মাণ) নীতিমালা -২০০৮ এর আলোকে নীতিমালার ৪নং এবং ৫নং ধারার সাথে সংগতি রেখে আন্তঃমন্ত্রণালয় ষ্টিয়ারিং কমিটির সভাপতি বরাবরে পত্র দেয়ার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনাকালে গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে কল্যাণ বোর্ডের জমিতে বহুতল ভবন নির্মানের বিষয়ে ষ্টিয়ারিং কমিটির সভাপতি তথা গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে পত্র দেয়ার বিষয়ে সভায় সকল সদস্য ঐকমত্য পোষন করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ভবন নির্মানের জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে পত্র দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়ন ঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(গ) সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবাসন সমস্যা নিরসন কল্পে খাস জমি বরাদ্দ প্রসঙ্গে ঃ

সংস্থাপন মন্ত্রণালয় হতে রাজউক ও জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যে সকল আবাসিক প্রকল্প গ্রহণ করা হবে সে সকল প্রকল্পে ৩০% প্লট সরকারি কর্মচারীদের জন্য সংরক্ষিত করার জন্য পত্র দেয়া হয়েছে বলে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সভাকে অবহিত করে। এছাড়া বোর্ডের উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও কল্যাণ) বোর্ড সভাকে অবহিত করেন যে, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভায় আবাসন প্রকল্প বিষয়টি বোর্ডের কার্যক্রম থেকে বাদ দেয়া হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ সভাপতি মহোদয় বলেন যে, যেহেতু ফ্ল্যাট/প্লট তৈরী ও বরাদ্দের জন্য সরকারের দুটি সংস্থা রয়েছে, সেহেতু আবাসন সমস্যা নিরসন কল্পে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়/বোর্ডের কোন প্রকল্প গ্রহণ করা সমিচীন হবে না।

(ঘ) বোর্ডের নিজস্ব কমিউনিটি সেন্টারের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করণ ঃ

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বিভিন্ন কমিউনিটি সেন্টারের আয়-ব্যয়ের বিবরনী পেশ করা হয়। কমিউনিটি সেন্টারগুলোর আয় আরো বাড়ানোর বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মতামত ব্যক্ত করা হয়। অপরদিকে বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহীর নিয়ন্ত্রণাধীন কমিউনিটি সেন্টারের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী পর্যালোচনা করে উক্ত কমিউনিটি সেন্টারটিকে ব্যক্তি/ বেসরকারি কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট ভাড়া প্রদান করে আরো আয় বৃদ্ধি করা যায় কিনা সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ব্যক্তি/বেসরকারি কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট ভাড়া প্রদান করে আরো আয় বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী।

(ঙ) ষ্টাফবাস কর্মসুচীতে গাড়ীচালক ৫টি ও বাস হেলপার ৫ টি সহ মোট ১০টি নতুন পদ সৃষ্টি এবং নিয়োগ সংক্রান্ত।

বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ষ্টাফ বাস কর্মসূচীতে সৃজিত গাড়ী চালকের ৫ টি ও হেলপারের ৫টি পদে নিয়োগ দেয়া হয়। তম্মধ্যে নিয়োগপ্রাপ্ত গাড়ী চালক জনাব মোঃ কালাম এর ভুল ঠিকানার অভিযোগে পুলিশ ভেরিফিকেশনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে পুলিশ ভেরিফিকেশনের রির্পোট পাওয়া গেছে। তাতে তার চাকুরীর জন্য দাখিলকৃত আবেদনে ঠিকানা সঠিক বলে জানানো হয়েছে। বোর্ডের ৮ম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাঁর চাকুরী বহাল রেখে বেতন ও ভাতাদি পরিশোধ করা হচ্ছে।

(চ) মতিঝিল মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের বিশেষ মেরামত কাজ সংক্রান্ত।

গত বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের বিশেষ মেরামত কাজের প্রাক্কলনের প্রশাসনিক অনুমোদনের প্রেক্ষিতে প্রাক্কলিত টাঃ ১৪,৪৭,৫০৮/- (চৌদ্দ লাখ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশত আট) একাউন্ট পেয়ী চেকের মাধ্যমে প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা বরাবরে হস্তান্তর করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই মেরামত কাজ শুরু হবে বলে গণপূর্ত অধিদপ্তর অবহিত করে।

বাস্তবায়ন ঃ গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক উক্ত কাজটি দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দেয়া হয়।

(ছ) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিলের ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদন।

অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী কার্যক্রম চলছে।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রক্রিয়াধীন কর্মসূচীগুলো দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।

বাস্তবায়ন ঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(জ) ষ্টাফবাস কর্মসূচী ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সৃষ্ট পদসমূহ সংরক্ষণ।

ষ্টাফ বাস কর্মসূচীতে জাতীয় বেতন স্কেলভূক্ত গাড়ী চালক ৬২ জন ও হেলপার পদে ৪৩ জন কর্মরত আছে। সাবেক বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ কমিটির ৪৩তম সভায় গাড়ী চালকের ৫ (পাঁচ)টি ও বাস হেলপারের ৪ (চার) টি সহ মোট ৯ টি পদ নির্ধারিত বেতনে সৃষ্টি করা হয়েছিল। বোর্ডের ৮ম সভায় পদগুলোকে জাতীয় বেতন স্কেলভূক্ত করার প্রস্তাব করা হলে বিষয়টি আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তী বোর্ড সভায় পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এ অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, একই প্রতিষ্ঠানে জাতীয় বেতন স্কেলভূক্ত এবং নির্ধারিত বেতনে কর্মচারী থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর মধ্যে মানসিক চাপ সৃষ্টি হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে নির্ধারিত বেতনভূক্ত কর্মচারীর নিকট থেকে আশানুরূপ সেবা পাওয়ার সম্ভবনা কম থাকে। কাজেই সকল পদের কর্মচারী জাতীয় বেতল স্কেলভূক্ত হওয়াই সমীচীন বলে মনে হয়। নির্ধারিত বেতনে কর্মরত গাড়ী চালকের বেতন স্কেল টাঃ ৩১০০-৬৩৮০/- এবং নির্ধারিত বেতনে কর্মরত হেলপারের বেতন স্কেল টাঃ ২৪০০-৪৩১০/- অন্তর্ভূক্তির প্রস্তাব বিবেচনার জন্য পেশ করা হয়। সভায় এ বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বিষয়টিতে আর্থিক সংশ্লেষ থাকায় অর্থ বিভাগের উপ-সচিব জনাব শাহাবুদ্দিন আহমদ এ বিষয়ে একটি কমিটির মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য মতামত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বোর্ড বিস্তারিত আলোচনা করে নিম্নরূপ একটি কমিটি গঠন করে ঃ

১।	যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	-	সভাপতি
২।	উপ-সচিব (সওক), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৩।	উপ-সচিব(বাজেট), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৪।	উপ-পরিচালক (কর্মসূচী ও যৌথবীমা)	-	সদস্য-সচিব

উক্ত কমিটি ষ্টাফ-বাস কর্মসূচীর গাড়ী চালক ও হেলপারের বেতন জাতীয় স্কেলভূক্ত করার ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একটি প্রতিবেদন পেশ করবেন। এছাড়া ষ্টাফবাস কর্মসূচীর বাসের যাত্রী ভাড়া এবং ভাড়াকৃত বিআরটিসি বাসের ভাড়া বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়ে পরস্থিতি পর্যালোচনা পূর্বক একটি রির্পোট মন্ত্রণালয়ে পেশ করবেন।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক(কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(ঝ) ব্যক্তিমালিকানাধীন ভাড়াকৃত বাসের ভাড়া বৃদ্ধি প্রসঙ্গে।

৮ম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যক্তিমালিনাধীন বাসের ভাড়া ১০% বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে বাস মালিকগণ বাস্তবায়নে সম্মত হননি। তৎপ্রেক্ষিতে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) এর সভাপতিত্বে ২১-০৯-২০০৮ তারিখে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বেসরকারি বাসের মাধ্যমে সরকারি কর্মচারী পরিবহনের ভাড়া বৃদ্ধি সংক্রান্ত এক সভা বোর্ড ও বাস মালিকগণের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় গাজীপুর- সচিবালয় রুটের মাসিক ভাড়া টাঃ ৬৮,৫০০/-, ধামরাই-সচিবালয় রুটের মাসিক ভাড়া টাঃ ৬৫,৭৬০/- এবং নরসিংদী- সচিবালয় রুটের মাসিক ভাড়া টাঃ ৮৪,৯৮০/- নির্ধারন এবং ০১-১০-২০০৮ তারিখ থেকে কার্যকর করার সুপারিশ করা হয়। উক্ত

সুপারিশ কার্যকর করা হলে বার্ষিক টাঃ৭,১০,৪০০/- (সাত লাখ দশ হাজার চারশত) প্রয়োজন হবে। ভাড়া বৃদ্ধির ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ প্রেক্ষিতে অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, সার্বিক বিষয়ে একটি কমিটির মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন সুপারিশ প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত ঃ আলোচনান্তে 'জ' অনুচ্ছেদে গঠিত কমিটি এতদসংক্রান্ত বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন পূর্বক সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে পেশ করবে।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক(কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(ঞ) বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের জন্য ৬টি ফটোকপি মেশিন ক্রয় প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের জন্য ৬ (ছয়) টি ফটোকপিয়ার মেশিন সরবরাহ অথবা ক্রয় করার ক্ষেত্রে ছাড়পত্র প্রদানের জন্য বাংলাদেশ মনোহরী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা বরাবরে ২০-০৮-২০০৮ তারিখে পত্র দেয়া হয়। সংশ্লিষ্ট অফিসে বর্তমানে ফটোকপি মেশিন মজুদ না থাকায় সরবরাহ করতে পারেনি। নতুন মেশিন ক্রয়ের পর টিওএন্ডই-তে প্রাপ্যতার ভিত্তিতে চাহিদা পত্র দাখিলের জন্য পরামর্শ দিয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ টিওএন্ডই অনুমোদিত হওয়ার পর ফটোকপিয়ার মেশিন বাংলাদেশ মনোহরী অফিস থেকে সরবরাহ/ সরাসরি ক্রয়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক(প্রশাসন ও কল্যাণ), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(ট) জটিল ও ব্যয় বহুল রোগের দেশে বিদেশে চিকিৎসা ব্যয়ের অনুদান সর্বোচ্চ দুই লাখ টাকা করার পদক্ষেপ ঃ

জটিল ও ব্যয় বহুল রোগের দেশে-বিদেশে চিকিৎসা খাত হতে কর্মরত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে এক বা একাধিক বারে সর্বোচ্চ টাঃ ১.০০ লাখ (এক লাখ) প্রদান করা হয়ে থাকে। বর্তমান চিকিৎসা ব্যয় অত্যাধিক হারে বেড়ে যাওয়ায় উক্ত ১.০০ (এক) লাখ এর স্থলে টাঃ ২.০০ (দুই) লাখ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আইন/বিধিমালা সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। সভায় এ সাহায্য শুধুমাত্র কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও সীমাবদ্ধ না রেখে স্ত্রী/স্বামী এবং নির্ভরশীল ছেলে-মেয়েদেরকে এই জটিল ও ব্যয় বহুল চিকিৎসার আওতায় অন্তর্ভূক্ত করার জন্য বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ জটিল ও ব্যয় বহুল চিকিৎসা সাহায্য বাবদ সর্বোচ্চ টাঃ ২.০০ (দুই) লাখ প্রদানের এবং এ সাহায্য কর্মরত কর্মচারীর স্ত্রী/স্বামী এবং নির্ভরশীল ছেলে-মেয়েদের ক্ষেত্রেও দেয়ার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই বিষয়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডকে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য সভায় পরামর্শ দেয়া হয়।

বাস্তবায়ন ঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

আলোচ্য বিষয় ০৩ ঃ সোনালী ব্যাংকের দাবীকৃত অনাদায়ী পুনঃভরণের টাঃ৫৩,৯৮,৩১,৯৯৩/- পরিশোধের পদক্ষেপ ও কৌশল নির্ধারণ প্রসঙ্গে।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, রমনা কর্পোরেট শাখা, ঢাকার স্মারক নং এসবিএল/রমনা/ডিডিপি/৯৩ তাং ১৭-০৯-২০০৮ এর মর্মানুযায়ী সোনালী ব্যাংক লিঃ পুনঃভরণের অনাদায়ী টাঃ ৬৪.০০ (চৌষট্টি) কোটি জরুরী ভিত্তিতে উক্ত ব্যাংকে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের এস,টি,ডি হিসাব নং ১৩১০০০০০৪৩৬ -তে জমা না দিলে উক্ত টাকার উপর ১৪% হারে সুদ এবং ০.২০% হারে সার্ভিস চার্জ আরোপ করা হবে বলে জানিয়েছে। তাছাড়া প্রতি মাসে প্রায় ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার চলমান আদেশনামার (কার্ড) অনুকূলে প্রদানযোগ্য টাঃ৩,৫০,০০,০০০/- (তিন কোটি পঞ্চাশ লাখ) অগ্রিম জমা দিতে হবে। সোনালী ব্যাংকের উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে সার্বিক পরিস্থিতি বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় কে অবহিত করনের লক্ষ্যে নথি পেশ করা হলে তিনি আরো তথ্য সংগ্রহ করে বিষয়টি পেশ করার জন্য সদয় নির্দেশ প্রদান করেন।

সোনালী ব্যাংক লিঃ ১৯-১০-২০০৮ তারিখে এসবিএল/রমনা/ডিডিপি/৬৭৯ স্মারক মারফত অনাদায়ী টাঃ৬৪.০০ (চৌষট্টি) কোটি সংশোধিত হিসাব বিবরণীসহ কতিপয় শর্ত আরোপ করেছে। শর্ত সমূহ নিম্নরুপ ঃ

(১) বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী কল্যাণ ভাতার আদেশ নামা ও চেক প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(২) সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী অনাদায়ী টাঃ ৫৩,৯৮,৩১,৯৯৩/- (তেপ্পান্ন কোটি আটানব্বই লাখ একত্রিশ হাজার নয়শত তিরানব্বই) পরিশোধ করতে হবে।

(৩) অপরিশোধিত টাকা এবং আমানতে বর্ণিত টাকার কম অর্থ থাকলে বাকী টাকার উপর ১৪% হারে সুদ প্রদান করতে হবে।

(৪) কমিশন ও সার্ভিস চার্জ এবং

(৫) ডাক খরচ প্রদান সমেত ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে সেবা দানের সুযোগ দিতে হবে।

ব্যাংক কর্তৃপক্ষের উপরোক্ত পাওনা টাকা পরিশোধসহ বর্ণিত দাবীর প্রেক্ষিতে সোনালী ব্যাংক লিঃ এর বকেয়া টাকা পরিশোধ করলে বোর্ডের আমানতের সিংহভাগ টাকা নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাছাড়া ব্যাংক কর্তৃক বকেয়া টাকার উপর আরোপিত সুদ, কমিশন, সার্ভিস চার্জ এবং ডাক খরচ বহন করা বোর্ডের পক্ষে সম্ভব নয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বর্ণিত চার্জসমূহ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ইতোপূর্বে নেয়নি। অপর দিকে সোনালী ব্যাংকের বকেয়া টাকা পরিশোধ না করলে বোর্ডের কার্যক্রম চালানোও ব্যাংকের পক্ষে সম্ভব হবে না। এমতাবস্থায় উভয়ের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যৌক্তিক জরুরী ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

এখানে আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্তমানে সোনালী ব্যাংকে স্থায়ী আমানতে রক্ষিত টাকার পরিমান অতি নগন্য।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের, কল্যাণ তহবিলের অর্থ নিম্নরূপভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করা আছে;

ক্রমিক নং	বিনিয়োগের স্থান	বিনিয়োগের তারিখ	বিনিয়োগকৃত টাকার পরিমান (সুদসহ)	বিনিয়োগের মেয়াদ	মুনাফার হার
০১।	সোনালী ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।	০৫-১১-২০০৭	২৮,৫৫,২৫,০০০/-	০৪-১১-২০০৯	৯.৫০%
০২।	সোনালী ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।	২৭-০২-২০০৮	৩১,৩৭,৫০,০০০/-	২৬-০২-২০০৯	৯.২৫%
০৩।	ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি), প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	১৭-০৯-২০০৮	৪৮,৪০,০০,০০০/-	১৬-০৯-২০০৯	১০%
০৪।	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, কাওরান বাজার কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।	২৯-১২-২০০৭	১৬,৮০,০০,০০০/-	২৮-১২-২০০৮	৮.৫০%
০৫।	ফাষ্ট সিকিউরিটি ব্যাংক লিঃ, ধানমন্ডি শাখা, ঢাকা।	১২-০৯-২০০৮	৩৭,৬৩,২০,০০০/-	১১-০৯-২০০৯	১২%

এখানে উল্লেখ্য যে, যেহেতু সোনালী ব্যাংকের সাথে বোর্ডের দীর্ঘদিনের চুক্তি এবং সোনালী ব্যাংক যথারীতি সুসম্পর্কের সাথে সুষ্ঠ ভাবে সেবা প্রদান করে আসছে এবং সোনালী ব্যাংক লিঃ এর সাথে আগামী দিনেও বোর্ডের কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া সমীচিন। এই মুহূর্তে দাবীকৃত বকেয়া ৫৩.৯৮ কোটি টাকার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বক দাবী অন্ততঃ ০২(দুই) টি অর্থ বছরে পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, FDR এর বার্ষিক সুদ কল্যাণ বোর্ডের আয়ের একটা উৎস। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর সোনালী ব্যাংক কর্তৃক প্রাপ্য টাকা পরিশোধের পূর্বে ব্যাংকের পাওনা সম্পর্কিত হিসাব Reconcile করার নিমিত্ত একটি কমিটি গঠন করা প্রয়োজন বলে সভায় একমত পোষন করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বিস্তারিত আলোচনা করে বোর্ড নিম্নরূপ একটি কমিটি গঠন করে;

০১। বেগম নুজহাত ইয়াসমিন, সিনিয়র সহকারী সচিব (কল্যাণ), সংস্থাপন মন্ত্রনালয়।

০২। জনাব মোঃ মাহবুবুল হক, উপ মহাব্যবস্থাপক, সোনালী ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।

০৩। জনাব মোঃ জহুরুল ইসলাম, হিসাব রক্ষণ অফিসার (কল্যাণ তহবিল)।

উক্ত কমিটি স্বল্প সময়ের মধ্যে সোনালী ব্যাংকের দাবীকৃত অর্থের হিসাব Reconcile করে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

বাস্তবায়ন ঃ সিনিয়র সহকারী সচিব (কল্যাণ), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

আলোচ্য বিষয় ০৪ ঃ রাজস্ব বাজেট থেকে প্রাপ্ত অর্থে সাবেক সরকারি কর্মচারী কল্যাণ অধিদপ্তরের খাতওয়ারী কার্যক্রমের বাজেট বিবরনী।

রাজস্ব বাজেট থেকে প্রাপ্ত অর্থে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (সাবেক সরকারি কর্মচারী কল্যাণ অধিদপ্তর) এর খাতওয়ারী কার্যক্রমের বাজেট বিবরনী সভায় পেশ করা হয়। বাজেট অনুযায়ী কার্যক্রমসমূহ দ্রুত নিস্পন্নের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।

আলোচ্য বিষয় ০৫ ঃ কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ও যৌথবীমা তহবিলের প্রিমিয়াম বৃদ্ধিকরণ অথবা অর্থ মন্ত্রণালয় হতে কল্যাণ তহবিলের জন্য টাঃ ৩০.০০ (ত্রিশ) কোটি এবং যৌথবীমা তহবিলের জন্য আরো টাঃ ৮.০০ (আট) কোটি থোক বরাদ্দ (Lump Grant) প্রসঙ্গে।

সরকারি ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের নিবন্ধিত ১৯টি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাসিক বেতন হতে ১% সর্বোচ্চ টাঃ ৫০/- করে কল্যাণ তহবিলের চাঁদা আদায় করা হয়। এতে বার্ষিক প্রায় টাঃ৩২.০০ (বত্রিশ) কোটি পাওয়া যায়। কল্যাণ তহবিলে বিভিন্ন মঞ্জুরী (প্রাতিষ্ঠানিক খরচসহ) বাবদ বার্ষিক প্রায় টাঃ ৫২.০০ (বায়ান্ন) কোটি ব্যয় হয়। প্রতি বছর প্রায় টাঃ ২০.০০ (বিশ) কোটি ঘাটতি থাকে। অপরদিকে সরকারি কর্মকর্তা এবং ১৯টি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন হতে ০.৭০% সর্বোচ্চ টাঃ ৪০/- করে টাঃ ৪.০০ (চার) কোটি যৌথবীমার প্রিমিয়াম আদায় হয়। সরকারি ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের অনুকূলে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে বার্ষিক টাঃ ১৬.০০ (ষোল) কোটি সহ মোট টাঃ ২০.০০ (বিশ) কোটি পাওয়া যায়। যৌথবীমা তহবিলের জন্য বার্ষিক প্রায় টাঃ ২৮.০০ (আটাশ) কোটি ব্যয় হয়। এক্ষেত্রেও প্রতি বছর প্রায় টাঃ ৮.০০ (আট) কোটি ঘাটতি থাকে। কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিলের ঘাটতি মেটানোর জন্য কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ও যৌথবীমার প্রিমিয়াম বৃদ্ধি করা অথবা সরকারি বার্ষিক বরাদ্দ প্রয়োজন।

কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ১% হারে টাঃ ৫০/- (পঞ্চাশ) হতে বৃদ্ধি করে সর্বোচ্চ টাঃ ১০০/- (একশত) এবং যৌথবীমার প্রিমিয়াম ০.৭০% হারে টাঃ ৪০/- (চল্লিশ) হতে বৃদ্ধি করে সর্বোচ্চ টাঃ ৭৫/- (পঁচাত্তর) করা প্রয়োজন। সেই ক্ষেত্রে কল্যাণ তহবিলের চাঁদা বৃদ্ধি করার জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের আইন, ২০০৪ এর ১৫(১) ধারা ও যৌথবীমার প্রিমিয়াম বৃদ্ধি করার জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড বিধিমালা ২০০৬ এর ৮(২) ধারা সংশোধন করতে হবে। কোন কারণে কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ও যৌথবীমার প্রিমিয়াম বৃদ্ধি করা সম্ভব না হলে সরকারী অনুদান ব্যতীত বোর্ডের চলমান কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হবে না। এ বিষয়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় থেকে অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবের কল্যাণ তহবিলের জন্য টাঃ ২০.০০ (বিশ) কোটি এবং যৌথবীমা তহবিলের জন্য টাঃ ৮.০০ (আট) কোটি বরাদ্দ দানের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে বলে বোর্ডকে অবহিত করা হয়। কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ও যৌথবীমার প্রিমিয়াম বৃদ্ধির ব্যাপারে গুরুত্বসহকারে আলোচনা করা হয়। চাঁদা ও প্রিমিয়াম বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বলে সভায় একমত পোষন করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ১% হারে টাঃ ৫০/- হতে বৃদ্ধি করে সর্বোচ্চ টাঃ ১০০/- করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের আইন, ২০০৪ এর ১৫(১) ধারা এবং যৌথবীমা তহবিলের প্রিমিয়াম ০.৭০% হারে টাঃ ৪০/- থেকে বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ টাঃ ৭৫/- করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড বিধিমালা ২০০৬ এর ৮(২) ধারা সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এবং অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে উক্ত প্রস্তাবিত অর্থ প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-সচিব (সওক), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

আলোচ্য বিষয় ০৬ ঃ বিআরটিসি'র ভাড়াকৃত বাসের ভাড়া পুনঃনির্ধারণ প্রসঙ্গে।

বিআরটিসির দাবী এবং সমসাময়িক অবস্থার প্রেক্ষিতে ২৪-০৯-২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের ৭ম সভায় বিআরটিসি বাসে ভাড়া বৃদ্ধি করে প্রতি কিলোমিটার ০.৭০ পয়সা নির্ধারণ করা হয়। বর্ধিত হার অনুযায়ী শেরে বাংলানগর-পাইকপাড়া (১তলা বাস) টাঃ ৯০৪.৩৩, মিরপুর-পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় (১তলা বাস) টাঃ ১,০৭৮.২৪ এবং মিরপুর-সচিবালয় (দ্বিতল বাস) টাঃ ১,৫৪৬.০৫ নির্ধারণ করা হয়। যা ০১-১০-২০০৭ তারিখ থেকে কার্যকর করা হয়েছে। এতে ষ্টাফ বাস কর্মসূচীর তহবিল থেকে পূর্বাপেক্ষা টাঃ ২৮,০০,০০০/-অতিরিক্ত ব্যয় হচ্ছে। এ অতিরিক্ত ব্যয় বোর্ডের নিজস্ব বাসের যাত্রী ভাড়া বৃদ্ধি করে মেটানো হবে বলে বোর্ডের একই সভায় বাসের ভাড়া বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু সরকারের নির্দেশ মোতাবেক বর্ধিত ভাড়া বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

তদুপরি বর্তমানে বিআরটিসি কর্তৃপক্ষ আবারও তাদের বাসের ভাড়া ৩৭.৫% বৃদ্ধি হিসাবে প্রতি ট্রিপে দোতলা বাসে টাঃ ২,১২৬/-, একতলা বাসে টাঃ ১,৪৮২/- (মিরপুর) ও টাঃ ১,২৪৩/- (পাইকপাড়া) পুনঃনির্ধারণের দাবী করেছে। দাবীকৃত ভাড়া বৃদ্ধি করা হলো বছরে আরো অতিরিক্ত টাঃ ২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লাখ) প্রয়োজন হবে। এমতাবস্থায় বোর্ডের নিজস্ব বাসের যাত্রী ভাড়া বৃদ্ধি না করে বিআরটিসির ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব বিবেচনা করা হলে ষ্টাফ বাস কর্মসূচীর তহবিল হতে অতিরিক্ত ব্যয় মিটানো সম্ভব হবে না। ইতোমধ্যে ডিজেলের মূল্য সরকারিভাবে ১১% কমানো হয়েছে। তাই সরকারের মূল্য পুনঃনির্ধারণের প্রেক্ষাপটে বিআরটিসির ভাড়া পুনঃবিবেচনার অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। বিআরটিসি বাসের ভাড়া বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রস্তাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এতে অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, বিআরটিসি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান তাই প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাসের ভাড়া বৃদ্ধি করা না হলে ভর্তূকি দিয়ে বাস চালানো সম্ভব নয়। অন্য দিকে সভায় মহাপরিচালক, কল্যাণ বোর্ড জানান যে, প্রতি বছর বিপুল পরিমান অর্থ সরকারকে ভর্তুর্কি দিয়ে বাস কর্মসূচী চালু রাখা হয়েছে এবং অপেক্ষাকৃত কম বেতনভোগী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিসে আনা/নেয়ার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সুবিধা প্রদান করছে। আলোচনাক্রমে জানান হয় যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড বিআরটিসি বাস ভাড়া না করে বিকল্প ভাবে বাস ক্রয় করে কর্মসূচীর পরিবহন কার্যক্রম চালানোর ব্যবস্থা নিতে পারে। এ ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ 'জ' অনুচ্ছেদে গঠিত কমিটি এতদসংক্রান্ত বিষয়ে প্রতিবেদন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে পেশ করবে।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক(কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্য বিষয় ০৭ ঃ বিবিধ।

(ক) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৬নং (পশ্চিম) দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকায় অস্থায়ী গ্যারেজে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান প্রসঙ্গে।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৬ (পশ্চিম) দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকায় (ডিআইটি এভিনিউ, ঢাকা) ৪ বিঘা, ৫ কাঠা, ৬ ছটাক জায়গা রয়েছে। উক্ত জায়গায় অস্থায়ী

গ্যারেজ হিসেবে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৬৩ টি বাস, মিনিবাস এবং মাইক্রোবাস রাখা হয়। উক্ত জায়গায় বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় রাতের অন্ধকারে সরকারি কোটি কোটি টাকার সম্পদ বাস, মিনিবাসের নিরাপত্তা মারাত্মক হুমকির সম্মুখীণ হচ্ছে। অস্থায়ী গ্যারেজে বিদ্যুৎ সংযোগ দানের বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অস্থায়ী গ্যারেজে বিদ্যুৎ সংযোগের পরামর্শ দেয়া হয় এবং বোর্ডের আনুষাঙ্গিক খাত হতে এ ব্যয়ভার নির্বাহ করা হবে। তবে ন্যূনতম ব্যয়ের ভিত্তিতে এই কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক(প্রশাসন ও কল্যাণ), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকল সম্মানিত সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(মোঃ মোসলেহ উদ্দিন)
সচিব
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

ইকবাল মাহমুদ
সচিব
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।